দৈনিক খবর

তারিখ ... 05 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 9 ...

ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হুমকির সৃষ্টি করবে

।। রেজোয়ানুল হক রাজা ।।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরির জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা দিন দিন এত বাড়ছে যে অদুর ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট হুমকির সৃষ্টি করতে পারে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা কমিশনের গত বছরের বার্ষিক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়। এতে গত কয়েক বছরের বিসিএস-এর শূন্য পদ এবং আবেদনকারীদের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়, প্রতি বছরই প্রার্থী সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সে অনুপাতে শূন্য পদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে যাচ্ছে। এই অবস্থাকে 'জাতির জন্য একটি চিন্তার বিষয়' বলে রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, ১৯৮২ সালে সাধারণ ক্যাডারের প্রতি একটি পদের জন্য যেখানে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ২০ জন, ১৯৮৪ সালে তা ২১ জন, ৮৫ সালে ২৭ জন, ৮৬ সালে ৭১ জন এবং ৮৮ সালে ১২৬জনে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ৮৫ সালে যেখানে শূন্য পদের সংখ্যা ছিল ৭৪৪টি, সেখানে ১৯৮৮ সালে তা অনেক কমে ২৪৭-এ এসে দাঁড়িয়েছে। কারিগরি ক্যাডার মিলিয়ে গড় করলে দেখা যায় ১৯৮২ সালে একটি পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৪। '৮৮ ও '৮৯ সালে তা দাঁড়িয়েছে ২৩-এ।

ভিন্ন প্রবণতা

রিপোর্টে তথ্য উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, কারিগরি ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীদের (ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ) সাধারণ ক্যাডারের চাকরি পাবার হার বাড়ছে। ১৯৮২ সালে তারা সাধারণ ক্যাডারের ৬ ভাগ পদ পেয়েছিলেন, ৮৬ সালে পেয়েছেন ২১ ভাগ। ক্যাডার বদলের এই প্রবণতা কৃষিবিদদের মধ্যে বেশী লক্ষ্য করা গিয়েছে। এর কারণ হিসেবে তারা কমিশনকে যা বলেছেন তা হচ্ছে কৃষি ক্যাডারে শূন্য পদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে, উপজেলা পরিষদে এই ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে, এই ক্যাডারে পদোন্নতির সম্ভাবনা সীমিত, প্রশাসন, পুলিশ, হিসাব-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য ক্যাডারে ক্ষমতা ও সুবিধাদি বেশী ইত্যাদি। কৃষিবিদদের এসব ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে সামগ্রিক জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে তার সুরাহা করা বাঞ্ছনীয় বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়।

মহিলাদের উন্নতি

বিসিএস পরীক্ষায় মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। রিপোর্টে একে 'একটি শুভ লক্ষণ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৮২ সালে মোট বিসিএস পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যেখানে মহিলাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭ ভাগ সেখানে গত বছর তাদের সংখ্যা শতকরা ১৬ ভাগেরও বেশী। মহিলাদের চাকরি পাবার সংখ্যাও বাড়ছে। ৮২ সালে বিভিন্ন ক্যাডারে চাকরি পেয়েছিলেন ৬৬ জন মহিলা। ৮৫ ও ৮৬ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩শ'রও বেশী।

গরীবদের অবনতি

রিপোর্টে বলা হয়েছে, আপেক্ষিকভাবে কম অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েদের সরকারী উচ্চপদে চাকরি পাবার হার ক্রমশঃ কমছে। পিতার বার্ষিক আয় সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা-এরকম পরিবারের ছেলেমেয়েরা যেখানে ৮২ সালে শতকরা ৮১ ভাগ চাকরি পেয়েছিল সেখানে তারা ৮৫ সালে ৬০ ভাগ এবং ৮৬ সালে ৩৯ ভাগ চাকরি পেয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষে

বিভিন্ন বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে সাধারণ ক্যাডারের অধিকাংশ পদগুলোই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে। তারা ৮৫সালে প্রায় ৬৩ ভাগ ও '৮৬ সালে ৫৮ ভাগ পদে চাকরি পেয়েছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই দুই বছরের যথাক্রমে ১২ ও সাড়ে ১২ ভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যথাক্রমে ১১ ও ৯ ভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১১ ভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যথাক্রমে ২ ও ৭ ভাগ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ২ ভাগ পদ পেয়েছেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই দু'বছরে সাধারণ ক্যাডারের বিভিন্ন পদে চাকরি পাবার দিক দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চম এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন।